বিশ্ব শিক্ষক দিবসের ভাবনা -২

১৯৮৮ সালে আবেদন করা হলেও (তখন লাইন টানা হয়নি) বিদ্যালয়ে টেলিফোন ছিল না । ১৯৯০সালে লাইন টানা হলেও আর কোন খোজ খবর নেয়া হয়নি । টেলিফোন আনার সিদ্ধান্ত নিল। দায়িত্ব দেয়া হল আমাকে। আমাকে ডেকে উৎসাহ দিয়ে বললেন “ আপনি পারবেন” । “ জি স্যার পারব” আন্দাজে বলে দিলাম। আমি এর আগে টেলিফোন ছুঁয়েও দেখিনি। অবশ্য এটা আমার দূঃসাহস। অনভিজ্ঞ ঘটিরাম সেই রাতে আর ঘুমাতে পারেনি। কার কাছে , কোথায় যাব, কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এমন নাতো! নিউ মার্কেট হতে একটা সেট এনে রাস্তার তারের সাথে বেঁধে দিলে হয়।

পর দিন সকালে আগ্রাবাদ টি এন্ড টি অফিসে গেলাম ,কিন্তু গেইট পর্যন্ত, চিনে ক্লাসে ফিরলাম। আগেভাগে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে না পারলে প্রেসটিস যাবে। পর পর দু’দিন, বিভিন্ন ডেক্স আর সাইন বোর্ড দেখে পুনরায় চলে আসালাম । তিন দিন পর প্রধান শিক্ষক মহোদয়কে বললাম “আমি টেলিফোনের ব্যাপারে যেতে চাই”। সেদিন দীর্ঘ সময় ঐ অফিসে ঘুরাঘুরি করলাম। একজন বয়ষ্ক লোকের টেবিলে ধমক খেয়ে টেবিলে কিনারে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম । রসিদ দেখাতে বললেন । রসিদ টসিদ নাই । এবারে সুপারলেটিভ স্কেলে । কয়েকদিন পরে শিখে গেলাম ধমক থামাতে টাকা লাগে,লেনদেন হয় নিচের কেন্টিনে। ঘুষ দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় । কয়েকদিন আসা যাওয়ায় সাহসি হয়ে গেলাম । ১২দিন পর জানলাম এই অফিস আমার নয় ; আমাকে যেতে হবে বায়েজিদ হেড অফিসে।

বেশ বড় সড় অফিস এদিক সেদিক ঘুরতেই দেখি একজন পরিচিত লোক । তার সাথে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে এক সাথে কাজ করেছি। তাকে সব খুলে বললাম । তিনি আমাকে তত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর সাথে সাক্ষাতের টুকেন এর ব্যবস্থা করে দিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ভেতরে ডাকা হল। দর্শনার্থী প্রবেশ টুকেন এ আমি “শিক্ষক” কথাটি লিখে ছিলাম । আমাকে বসতে বলে জানতে চাইলেন । ঐ সময় স্কুল হতে ছেলে চুরির রিউমার এর রেফারেন্স দিয়ে টেলিফোনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে চাইলাম। তিনি থামিয়ে দিয়ে ডেক্স ক্যালেন্ডারের একটি পাতা ছিড়ে পেন্সিল দিয়ে “ব্যবস্থা নিন” কথাটি লিখে বলে দিলেন , “এই কাগজটি নিয়ে সিএন্ডবি অফিসে যান আমার কথা বলুন । স্কুল নয় আপনার যদি পানের দোকানও হয় সেখানে আমি টেলিফোন দিব এবং তিন দিনের মধ্যে আমার সাথে নতুন ফোনে কথা বলবেন।”এই বলে ২ মিনিটের কনভারসেশানের সমাপ্তি । কাগজের টুকরাটির উপর তেমন আস্থা রাখতে না পারলেও কথামত স্থানীয় অফিসে জমা দিই। তাজ্জব ব্যাপার ! আমি সেই অফিসের ভিআইপি বনে যাই। প্রিয় পাঠক! কেন এসব অপ্রাসঙ্গিক কথা ,তা জানাবো নিশ্চয়ই। তবে আজ এতটুকু জানাতে চাই , আগ্রাবাদ অফিসে ১২দিন যে অবহেলা পেয়েছিলাম তা মাত্র ২ মিনিটে ভুলে গিয়েছিলাম একজন মহান ব্যক্তি তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী যিনি শিক্ষককে সম্মান দেখালেন। সমাজে কোথাও না কোথাও এমন ব্যক্তি এখনো আছেন যারা শিক্ষক সমাজকে সম্মান করেন। সে দিনের প্রকৌশলী সাহেব আজ দুনিয়ায় নেই কিন্তু অন্তরের ভেতর থেকে তার প্রতি রইল শ্রদ্ধা অবিরত। প্রভু তাকে সম্মানিত করুন। --continue